জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভাসমূহ এর সিদ্ধান্ত/সুপারিশ

সভা নং	তারিখ	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ
১	০১-০৯-১৯৯৭	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ ১) পাউবো ও এলজিইডি এর কাজে মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের উদ্দেশ্য বিরাজমান বিধি-বিধানসমূহ পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রনয়নের জন্য পানি সম্পদ সচিবের নেতৃত্বে নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হইবে :- (ক) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় - আহবায়ক (খ) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় - সদস্য (গ) সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় - সদস্য (ঘ) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় - আহবায়ক (ঙ) ডঃ আইনুন নিশাত, অধ্যাপক, বুয়েট - সদস্য (চ) চেয়ারম্যান, বাপাউবো - সদস্য (ছ) প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি - সদস্য (জ) পরিকল্পনা কমিশনের একজন প্রতিনিধি - সদস্য (ঝ) স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন প্রতিনিধি - সদস্য ২) জাতীয় পানি নীতি চূড়ান্তকরণের পরে অনুষ্ঠিতব্য সভায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের গঠন ও কার্যাবলী সংক্রান্ত আইনের খসড়া (৩য় এজেন্ডা) এর বিষয়ে আলোচনা করা হইবে ৩) পানি ব্যবহারকারী মন্ত্রনালয়সমূহ যাদের নিকট হইতে পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত কলাকৌশল সম্বলিত প্রস্তাবনা ও বিনিয়োগের রূপরেখা (যদি থাকে) পাওয়া যায় নাই, তাহারা ঐ প্রতিবেদন আগামী এক মাসের মধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করিবেন ৪) বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প এলাকায় নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের উপর ভূমিহীনদের পুনর্বাসন না করিয়া বিকল্প কোন স্থানে পুনর্বাসনের বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে
২	০৫-১০-১৯৯৭	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ ১) কয়েকটি বিষয় ও সংশোধনীসমূহ খসড়া পানি নীতিতে সন্নিবেশিত করিয়া তা পরবর্তী সভায় আলোচনা করা হইবে ২) ডঃ আইনুন নিশাত "Principles underlying Policy Statement" এর উপর একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া প্রস্তুত করিবেন যাহা প্রথম পরিচ্ছদের ভূমিকায় অন্তর্ভুক্তি করা হইবে ৩) নবম পৃষ্ঠার প্যারা নং ৩.১.৪ এ Wetland, Flora, Fauna বিষয়টি অন্তর্ভুক্তিকরনসহ লবনাক্ত পানিতে মৎস্য চাষ বিষয়টির খসড়া মৎস্য সচিব তৈরি করিয়া দিবেন ৪) কৃষি সচিব প্যারা নং ৪.১.৭ যেখানে টিউবওয়েল স্থাপনা সম্পর্কে উল্লেখিত হইয়াছে তাহাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি খসড়া দিবেন ৫) অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলি পরবর্তী সভায় আলোচনা করা হইবে
৩	১৩-০৫-১৯৯৮	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ ১) "Bangladesh Water and Flood Management strategy" এর চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদিত হইল। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প তালিকা হতে বাদ পড়া প্রকল্পসমূহ এতে সন্নিবেশিত করা হইবে ২) পাউবো ও এলজিইডি এর কাজে মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন ও ভবিষ্যতে উভয় সংস্থার কাজে জটিলতা পরিহার ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে অনুসরনীয় নীতিমালা/পদ্ধতি প্রনয়নের জন্য নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত হয় :

		(ক) জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী - আহবায়ক সদস্য (কৃষি),পরিকল্পনা কমিশন (খ) ডঃ এ, টি, এম, সামসুল হুদা - সদস্য সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (গ) ডঃ এ, এম, এম, শওকত আলী - সদস্য সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় (ঘ) জনাব আইয়ুব কাদরী - আহবায়ক সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় (ঙ) সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন - সদস্য চেয়ারম্যান, বাপাউবো (চ) জনাব এ, কে, এম, হালিমুর রহমান - সদস্য মহাপরিচালক, ওয়ারপো (ছ) জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিক - সদস্য প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি (জ) ডঃ আইনুন নিশাত, - সদস্য অধ্যাপক, বুয়েট, ঢাকা গ) খসড়া পানি নীতি এর আলোচিত অংশের উপর বাক্য ও শব্দগত সংশোধনী সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইল ঘ) খসড়া জাতীয় পানি নীতির "Watershed Management" অংশটুকু সম্মিলিতভাবে পুনর্লিখনপূর্বক এর পটভূমিসহ আগামীসভায় পেশ করার জন্য নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে দায়িত্ব প্রদান করা হইল : (ক) ডঃ আইনুন নিশাত অধ্যাপক, বুয়েট, ঢাকা (খ) ডঃ এম মনোয়ার হোসেন অধ্যাপক, পানি সম্পদ বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা (গ) জনাব এম, এইচ, সিদ্দিকী, বীর উত্তম অবসরপ্রাপ্ত সদস্য (পওর), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা (ঘ) M.S. Wallace পরামর্শক, এন,ডব্লিউ,এম,পি, (ঙ) J.S.A. Brichieri Colombi পরামর্শক, এন,ডব্লিউ,এম,পি,
৪	৩০-০৮-১৯৯৮	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ ক) পানি সম্পদ মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রণীত ও সভায় উপস্থাপিত খসড়া “জাতীয় পানি নীতি” আলোচিত ও সর্বসম্মতে গৃহীত সকল সংযোজন/পরিবর্তন/সংশোধনসমূহ চূড়ান্ত করা হইল খ) নির্বাহী কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তকৃত “ খসড়া জাতীয় পানি নীতি” অনুমোদনের জন্য অবিলম্বে জাতীয় পানি পরিষদে পেশ করিতে হইবে গ) ইংরেজীতে প্রণীত “জাতীয় পানি নীতি” এর খসড়া বঙ্গানুবাদ করিয়া ইহার বাংলা সংস্করন প্রনয়ন করিতে হইবে
৫	০৭-১১-১৯৯৮	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ ১) উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে যৌথ পরিদর্শক দল কর্তৃক চিহ্নিত ৩০টি প্রকল্পের মধ্যে পাউবো কর্তৃক নির্ধারিত ১১টি প্রকল্প চলতি বৎসরে পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় বন্যা পুনর্বাসন খাত হতে বাস্তবায়ন করা হইবে ২) অবশিষ্ট প্রকল্পগুলি একটি সমন্বিত প্রকল্প হিসাবে গ্রহনপূর্বক আগামী অর্থ বৎসরের এডিপিভুক্ত করা হইবে

		৩) পাউবো বর্তমান বৎসরের ১১টি প্রকল্প সরলীকৃত পিসিপি-তে ও বাকিগুলি নিয়মিত পিসিপি-তে দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করিবে ৪) সংশ্লিষ্ট পাঁচটি জেলার জন্য গঠিত বর্তমান যৌথ পরিদর্শক দল বহাল থাকিবে এবং তাদের দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়নসহ প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি করিবে ৫) পাউবো ও এলজিইডি-এর মাঠ পর্যায়ের কাজে সৃষ্ট জটিলতা পরিহার ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশমালা গ্রহণ করা হইল। তবে কেন্দ্রীয় সমন্বয় সেলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হইবে ৬) পরিকল্পনা কমিশন পাউবো ও এলজিইডি-এর মাঠ পর্যায়ের কাজে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন,পরিহার ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরিপত্র জারী করিবে
৬	০৫-১০-১৯৯৯	**<u>আলোচ্যসূচি-১</u>:** ওয়ারপোতে স্থাপিত জাতীয় পানি সম্পদ ডাটা বেইসে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা কর্তৃক ডিজিটাল ডাটা সরবরাহ সংক্রান্ত : <u>সিদ্ধান্তসমূহ:</u> ক) কি ধরনের উপাত্ত প্রয়োজন তাহা ধরন সুনির্দিষ্ট করিয়া ওয়ারপো চাহিদাপত্র প্রেরণ করিবে যাহাতে কোন অস্পষ্টতা বা দ্বৈততা না থাকে খ) চূড়ান্তভাবে উপাত্ত সংকলনের পর উপাত্ত প্রাপ্তির সূত্র স্বীকারমূলক টীকা থাকিতে হইবে গ) যে সকল সংস্থার উপাত্ত নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে সেই সকল সংস্থা হইতে ওয়ারপোকে নির্ধারিত মূল্যে পরিশোধ করতঃ উপাত্ত সংগ্রহ করিতে হইবে ঘ) পানি সম্পদ মন্ত্রনালয় হইতে এতদসংক্রান্ত একটি পরিপত্র ওয়ারপো কর্তৃক সরবরাহকৃত তালিকা অনুযায়ী সকল প্রতিষ্ঠানকে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যাপক প্রচারের জন্য জারী করিতে হইবে **<u>আলোচ্যসূচি-২</u>:** জাতীয় পানি নীতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনা : <u>সিদ্ধান্তসমূহ:</u> ➢ আলোচনার পর মন্ত্রনালয়ের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অফিস স্বারকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের সচিব ও সংস্থা প্রধানদেরকে অবহিত করতে হইবে **<u>আলোচ্যসূচি-৩</u>:** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাঠামো সংক্রান্ত : <u>সুপারিশসমূহ:</u> ক) নির্বাহী পরিষদের সুপারিশ (পাউবোর মালিকানা, নীতি ও নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি বাস্তবায়ন ও পরিচালন সংক্রান্ত কার্যাদি হইতে পৃথকীকরণ সম্পর্কিত): নীতি নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি হইতে বাস্তবায়ন ও পরিচালন সংক্রান্ত কার্যাদি হইতে পৃথকীকরণ বিষয়ে জাতীয় পানি নীতিতে সরকার তাহাদের দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। জাতীয় পানি সম্পদ নির্বাহী পরিষদ ইহা আবার পুনঃব্যক্ত করিতেছে। তবে এই নীতি বাস্তবায়নের যে পদ্ধতি বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হইয়াছে কমিটি তাহার সহিত দ্বিমত পোষণ করিতেছে। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের পদস্থ নির্বাহীদের মন্ত্রণালয়/সংস্থা নির্বিশেষে সরকার নিয়োগ করিয়া থাকেন। নীতি নির্ধারণের বিষয়টিও সরকারের রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী সমস্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বে ন্যস্ত আছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এককভাবে এই ধরনের সার্বজনীন বিষয়সমূহের উপর ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। তাহাছারা এই ধরনের বক্তব্যের যৌক্তিকতা লইয়াও বহু প্রশ্নের অবতারণা হইতে পারে। এই ধরনের পরিবর্তন যাহা দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলিতে পারে সেইগুলি বিবেচনার জন্য

			বর্তমান সময় অনুকূল নয় বলিয়া কমিটি মনে করে খ) কমিটির সুপারিশ (উপযুক্ত নেতৃত্ব সম্পর্কিত): বোর্ডে নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন উপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন- বিশ্ব ব্যাংকের এই অভিমতের সাথে সরকার একমত পোষণ করে। উচ্চতর পদে ঘন ঘন পরিবর্তনের বিষয়েও সরকার সজাগ আছেন এবং এই পরিস্থিতির কিভাবে উন্নতি করা যায় তাহা লইয়াও চিন্তাভাবনা করিতেছেন। তবে উন্মুক্ত বাজার হইত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিয়োগ সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে- সরকার এই মতে বিশ্বাসী নহেন। অত্যন্ত বৈষম্যমূলক বেতনে হয়তো দু'একজন বিশেষজ্ঞকে আকৃষ্ট করা যাইতে পারে- কিন্তু এই প্রক্রিয়া দীর্ঘ মেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে মোটেই সহায়ক নয়। বরং বর্তমান আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কিভাবে একটি সার্বজনীন দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা যায় সেই বিষয়েই সরকার অধিকতর মনোযোগ প্রদানে পক্ষপাতি গ) কমিটির সুপারিশ (স্বশাসন সম্পর্কিত): বর্তমানে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহকে যে পরিমান আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, প্রায় ক্ষেত্রে তাহারা ঐ সমস্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করতে করে না। ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নিষ্পন্নযোগ্য বিপুল সংখ্যক যে সমস্ত কেস ও নথি প্রতিনিয়ত মাঠ পর্যায় হইতে সংস্থার সদর দপ্তরে কিংবা বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয় সেইগুলি এই বক্তব্য সমর্থন করে। কেন অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় না এবং আর কি কি বিষয়ে ক্ষমতা অর্পণ প্রয়োজন, এই বিষয়ে বিস্তারিত সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। সমীক্ষা ব্যতিরেকে শুধু কথার উপরে কোন সংস্থাতে যথেষ্ট স্বশাসন নাই- এই ধরনের বক্তব্য সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয় যেই বিষয়টি পরিস্কার করা দরকার তাহা হইতেছে এই যে, যে সমস্ত সংস্থা ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা লাভের উদ্দেশ্যে কোন কর্মসূচিতে নিয়োজিত নাই- বরং তাহাদের প্রদত্ত সেবা "Public good" ধরণের, সেই সমস্ত সংস্থার কার্যাবলীকে সরকার তাহার বিশেষ জরুরী কার্যাবলীর আওতাভুক্ত মনে করেন। এই সমস্ত কার্যাবলীকে বাজার অর্থনীতির নীতিমালার আলোকে পরিচালনার কোন ইচ্ছা সরকারের নাই। পাউবোর কার্যাবলীকে সরকার এই শ্রেণিভুক্ত মনে করেন। তাই জাতীয় পানি নীতিতে বৃধিত নীতিমালার আলোকে সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণে অদূর ভবিষ্যতে এই বোর্ড পরিচালিত হইবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি অবয়বের প্রকল্পসমূহের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা বর্ণিত নীতিতে যথাযথভাবে ইতিমধ্যে প্রদান করা হইয়াছে ঘ) কমিটির সুপারিশ (জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা সম্পর্কিত): যেহেতু পাউবো জনগণের অর্থ ব্যবহার করা, সে জন্য এর বিভিন্ন কার্যাবলী ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যাপারে সরকার বিশ্ব ব্যাংকের মন্তব্যর সহিত সম্পূর্ণ একমত। বিভিন্ন সময় ও পর্যায়ে আর্থিক ও প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক অডিট, বিভিন্ন অভিযোগের সঠিক তদন্ত ও দোষী কর্মচারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, জনসমক্ষে ও প্রকাশ্য বিভিন্ন কার্যক্রম পালন, তথ্য প্রকাশ, যুগোপযোগী কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ইত্যাদি জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতাকে নিশ্চিত করিতে পারে। সরকার কর্তৃক গৃহীত চলমান পাউবোর সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় এই সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে। কোন কোন বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে ঙ) কমিটির সুপারিশ (উপযুক্ত জনবল সম্পর্কিত):

এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই পাউবোর পুনর্গঠনকালে বহুপেশাভিত্তিক বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। পাউবোর জনসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। তবে ইহার বহুবিধ উন্নয়ন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এই জন্য উন্নয়ন সহযোগিদের আরো সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন আছে

চ) কমিটির সুপারিশ (বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত):

পাউবোর কর্মকান্ড বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় পানি নীতিতে যথেষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে পাউবো আর ১০০০ হেক্টর কমান্ড সম্বলিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিস্কাশন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করিবে না এবং ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত এই ধরণের প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত করিয়া স্থানীয় সরকারের মালিকানায় হস্তান্তর করিবে। এইগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবে সুবিধাভোগীদের সংগঠন। পুনর্বাসনকালে কিংবা নতুন প্রকল্প গ্রহণকালে এই সমস্ত সংগঠন সৃষ্টি করা হইবে।

মধ্যম অবয়বের সেচ প্রকল্পসমূহ পাউবো ও সুবিধাভোগীদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা হইবে। শুধু বড় বড় প্রকল্পের পরিচালনার দায়িত্বভার পাউবোর উপর ন্যস্ত থাকিবে।

পাউবোর কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সমস্ত দেশকে ৭টি জোনে বিভক্ত করিয়া ৭ জন প্রধান প্রকৌশলীর অধীনে জোনের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। মন্ত্রণালয় বোর্ডের সহিত একত্রে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বর্তমান পর্যায় হইতে আরো কত বেশী বিকেন্দ্রীকরণ করা যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া অতি দ্রুত নতুন ডেলিগেশন আদেশ জারী করিবে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকুরী কর্মচারীদের নিজ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত জোনে সমর্পণ করা হইবে এবং পদোন্নতি কিংবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ব্যতিরেকে তাহাদের জোনের বাইরে বদলী করা হইবে না। সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীগণ সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় জোনের মধ্যেই শুধু তাহাদের বদলী ও কর্মী ব্যবস্থাপনার সমুদয় কার্য নিষ্পন্ন করিবে

ছ) আধুনিকীকরণ ও দক্ষতা অর্জন সম্পর্কিত:

বিশ্বব্যাংক কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার, তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কর্মচারী প্রশিক্ষণের বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়াছে। জাতীয় পানি নীতি ও পাউবোর সংস্কার কর্মসূচিতেও এই সব বিষয়ের প্রতি সরকার যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তবে এই সমস্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে সময় ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাহায্যের প্রয়োজন

<u>কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশ</u>

জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি বিশ্ব ব্যাংকের বিবেচনাধীন WSIP প্রকল্পের এইড মেমোয়ার এর উপর সরকারের পক্ষ হইতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিতেছে:

- অনুচ্ছেদের (খ) হইতে (চ) উপ-অনুচ্ছেদ পর্যন্ত কমিটি প্রণীত উত্তরের আলোকে বিশ্বব্যাংককে সরকারের অভিমত জানাইয়া দেয়া যেতে পারে
- অনুচ্ছেদের (ক) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ে সরকার উল্লেখিতভাবে একটি নীতি নির্ধারণী বোর্ড গঠন করিতে পারেঃ
  ১) সরকার পানি সম্পদ মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান নিয়োগপূর্বক সমসংখ্যক সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী ব্যাক্তিদের সমন্বয়ে পাউবোর জন্য একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করিবে

  ২) পরিচালনা পরিষদ নিম্নোক্ত বিষয়াবলী ব্যতীত অন্য কোন বিষয়

		বিবেচনা করিবে নাঃ- ক. বোর্ড ও ইহার কারজাধিকার সংক্রান্ত নীতি খ. পাউবো আইনের অধীন প্রনীতব্য বিধি ও প্রবিধান গ. বোর্ডের কার্যবিধি ও বোর্ড কর্তৃক উহার কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ঘ. বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো ঙ. বোর্ডের করমচারীদের চাকুরীবিধি চ. চাকুরীবিধি অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক কেসসমূহের নিষ্পত্তি ছ. বোর্ডের অধীনস্থ দপ্তর স্থাপন, স্থানান্তর অথবা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী জ. কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ঝ. রাজস্ব বাজেট ও সংশোধিত বাজেট ঞ. বোর্ডের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ট. সেচ কর ধার্যকরণ ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাবনা ঠ. বার্ষিক ও অন্যান্য অডিট রিপোর্ট ড. জাতীয় সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটির নিকট পেশকৃত অডিট আপত্তিসমূহ সংক্রান্ত বিষয়াদি ঢ. যে সমস্ত প্রকল্পের হিসাব সম্পন্ন হইয়াছে সেই সমস্ত প্রকল্পের বিপরীতে আর্থিক দাবি সংক্রান্ত বিষয়াদি ণ. অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত টেন্ডার বহির্ভূত অ অতিরিক্ত কাজের অনুমতি প্রদান অ বিল পাশ ত. ডিপোজিট ওয়ার্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব থ. সমাপ্ত প্রকল্প কিংবা উহার অংশ বিশেষ হস্তান্তর দ. বোর্ডের সম্পত্তি কিংবা প্রকল্পসমূহ বিক্রয়, অবসায়ন, লিজ প্রদান, ব্যবস্থাপনা, হস্তান্তর ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়াদি ধ. নির্বাহী কর্মকর্তাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত অংকের ঠিকাদারি ও অন্যান্য চুক্তি ন. পরামর্শক, আইন উপদেষ্টা ও অডিট ফার্ম নিয়োগ প. বার্ষিক রিপোর্ট ফ. সরকার কর্তৃক বোর্ডের বিবেচনার জন্য প্রেরিত বিষয় ৩) বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এতদসংক্রান্ত আইন সংশোধনের পর যথাক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে অভিহিত হইবেন। বোর্ডের প্রাত্যহিক ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পিত হইবে। তাহারা সরকার নির্ধারিত নিয়মনীতি ও বোর্ড কর্তৃক অর্পিত কার্যাবলী অনুসরণে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন সভায় আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে এই সুপারিশমালা জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের পরবর্তী সভায় আলোচনার জন্য পেশ করা হইবে
৭	২০-০৯-২০০০	<u>গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ</u> ক) খসড়া Guideline সংক্রান্ত : ১) কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপযুক্ত প্রতিনিধিকে আন্তঃবিভাগীয় টাস্কফোর্স সদস্য হিসেবে Co-opt করতে হবে। এ ব্যাপারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে টাস্কফোর্স সদস্য Co-opt করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ২) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার নিকট হতে টাস্কফোর্স খসড়া Guideline এর উপর অবিলম্বে লিখিত মন্তব্য আহবান করবে

		৩) টাস্ক ফোর্স কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে প্রাপ্ত লিখিত মন্তব্য ও টাস্ক ফোর্সে নতুন Co-opted সদস্যগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে খসড়া Guideline পর্যালোচনা করে তা প্রয়োজনীয় সংশোধন করবে ৪) আগামী এক মাসের মধ্যে টাস্কফোর্স কর্তৃক সংশোধিত খসড়া Guideline জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির বিবেচনার জন্য সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করবে ৫) টাস্কফোর্সের নিকট হতে সংশোধিত খসড়া Guideline পাওয়ার পর সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভার আয়োজন করবেন ৬) পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি সংশোধিত খসড়া Guideline অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী সভায় বিবেচনা ও অনুমোদন করবেন ৭) নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত Guidelines বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নির্দিষ্ট কয়েকটি স্কীমের ক্ষেত্রে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ৬টি বিভাগের ৬টি উপজেলা নির্বাচিত করে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তবে প্রত্যেক বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক কয়েকটি স্কীমকে পাইলট হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলোকে নিবিড়ভাবে মনিটর করতে হবে, যাতে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে Guidelines এর আরো সংশোধন করা সম্ভব হয় খ) জাতীয় পানি নীতি কোড প্রণয়ন সংক্রান্ত : ➢ জাতীয় পানি নীতি কোড প্রণয়নের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি ছোট অবয়বে টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে গ) জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য কো-অপ্ট সংক্রান্ত : ➢ যৌথ নদী কমিশনের সদস্যকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে
৮	২৮-১১-২০০০	<u>গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ</u> ১) সভায় সর্বসম্মতিক্রমে Guidelines for Participatory Water Management অনুমোদিত হয়। সকলের ব্যাবহারের সুবিধার্থে গাইডলাইনের বাংলা সংকলনও টাস্কফোস কর্তৃক প্রকাশ করতে হবে। যেহেতু এ গাইডলাইন প্রবর্তনের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-কারিগরি প্রক্রিয়া- যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা আবশ্যক, সেহেতু মাঠ পর্যায়ে গাইডলাইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত অগ্রগতি মনিটরিং করতে হবে ২) গাইডলাইনের জন্য গঠিত টাস্কফোস মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং করবে এবং মনিটরিং এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সংগৃহীত তথ্যাদি পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার নিকট প্রদান করবে ৩) প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক গাইডলাইন প্রয়োগের বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করবে। তথ্যাদি সংকলনপূর্বক তা মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করবে ৪) এ মনিটরিং ব্যবস্থা দু'বছর পর পর পর্যালোচনা করা হবে। প্রয়োজনবোধে ১ বছর পর কিংবা অন্তর্বর্তীকালীন মনিটরিং প্রতিবেদন প্রনয়ন করে পর্যালোচনা করা যেতে পারে ৫) প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ে গাইডলাইনটি প্রবর্তনের দুই বছরের মধ্যে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে Guidelines for Participatory Water Management ত্রুটি সংশোধনসহ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে ৬) পানি সম্পদ বিষয়ক সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে Environmental Impact Assessment এর বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রতি বছর ছাড়পত্র গ্রহণ বিষয়ক

		জটিলতা নিরসনের লক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবদ্বয় একত্রে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন
১০	১০-০৬-২০০১	<u>গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ</u> ১) অনুচ্ছেদ ৩ (পরিবেশ বিষয়ক) আলোচনা অনুযায়ী সংশোধনীসহ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদন অনুমোদন করা হলো ২) কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সংশোধিত জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদনের আলোকে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে ৩) অনুমোদিত চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশলের আলোকে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কার্যক্রম ২০০১ সালের মধ্যে নিষ্পন্ন করতে হবে
১১	০২-০২-২০০২	<u>গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ</u> ১) খসড়া “জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা”(৫ খন্ডে) জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয় ২) “জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা”-এ প্রস্তাবিত স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম (প্রথম হতে পঞ্চম বর্ষ) অতি শীঘ্র বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা হয় ৩) “জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা”-এ যে সকল বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা রয়েছে সে বিষয়গুলো সম্বন্ধে ওয়ারপো সমীক্ষা কাজ হাতে নিবে ও আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে তা সমাপ্ত করবে। বিশেষতঃ নিম্নোক্ত সমীক্ষাসমূহ অগ্রাধিকার পাবেঃ (ক) গুনগত ও পরিমাণগত দিক থেকে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নিরূপণ (খ) নদী ভাঙ্গান সমস্যা সমাধানের উপায় নিরূপণ (গ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এবং বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড যৌথ উদ্যোগে জলাভূমির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে ৪) আর্সেনিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প সম্বন্ধে স্থানীয় সরকার বিভাগ সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করবে
১২	২২-১১-২০০৩	<u>গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ</u> ১) খসড়া “জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা”(৫ খন্ডে) জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয় ২) “জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা”-এ প্রস্তাবিত স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম (প্রথম হতে পঞ্চম বর্ষ) অতি শীঘ্র বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা হয় ৩) “জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা”-এ যে সকল বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা রয়েছে সে বিষয়গুলো সম্বন্ধে ওয়ারপো সমীক্ষা কাজ হাতে নিবে ও আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে তা সমাপ্ত করবে। বিশেষতঃ নিম্নোক্ত সমীক্ষাসমূহ অগ্রাধিকার পাবেঃ (ক) গুনগত ও পরিমাণগত দিক থেকে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নিরূপণ (খ) নদী ভাঙ্গান সমস্যা সমাধানের উপায় নিরূপণ (গ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এবং বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড যৌথ উদ্যোগে জলাভূমির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে ৪) আর্সেনিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প সম্বন্ধে স্থানীয় সরকার বিভাগ সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করবে ৫) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-২০০১ এর হালনাগাদকরনের (updating) সময় পানি বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রণীত রিপোর্টে উল্লখিত সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণসমূহ (observations) (অনুচ্ছেদ ২.২.৩ এ বর্ণিত) বিবেচনায় আনয়ন ৬) ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব জরুরী ভিত্তিতে

		নিরূপণের জন্য একটি সমীক্ষা কাজ অবিলম্বে গ্রহণ
১৩	২২-০৫-২০১১	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ ১) জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১২তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের যে বিষয়গুলি পূর্বেকার সরকারের অনীহার কারনে বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয় নাই সে বিষয়গুলো বাদে ১২তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত হলো ২) ১২তম সভার যে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে সে বিষয়ে সময় উল্লেখপূর্বক একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদন ওয়ারপো প্রণয়ন করবে এবং যে বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হয় নাই সে বিষয় বাস্তবায়নের জন্য স্বত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ৩) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন ২০১০ মন্ত্রীসভার নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে মন্ত্রীসভায় প্রেরণের পূর্বে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের জন্য নিম্নোক্তভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলোঃ (ক) মহাপরিচালক, ওয়ারপো (খ) প্রফেসর ডঃ মনোয়ার হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম (গ) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর (ঘ) উপ-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় (ঙ) জনাব মোঃ তসলীমুল ইসলাম, উপ-সচিব (উঃ-২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪) কমিটি আগামী ২০ দিনের মধ্যে অন্যান্য আইনের সাথে দ্বৈততা বা সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো পর্যালোচনা, কাঠামোগত সংশোধন ও পরিমার্জন করে আইনটির খসড়া দাখিল করবে
১৪	১১-০১-২০১২	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ ১) বিগত ২২মে ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১৩তম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো ২) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর প্রস্তাবনার ২য় প্যারা নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হলোঃ- যেহেতু, পানির প্রাপ্যতা একটি মৌলিক অধিকার এবং পানি একটি সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ; ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও শিল্প উন্নয়ন এবং নগরায়নের প্রেক্ষিতে পানির চাহিদাও ক্রমবর্ধমান বিধায় পানির যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ নাই ৩) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-২ এর উপধারা-১ এর নিম্নোক্ত সংজ্ঞাগুলি সংযোজন/সংশোধন করা হলো:- (ক) "পানিধারক স্তর (Aquifer)" বলিতে ভূ-গর্ভস্থ শিলা অথবা মৃত্তিকা স্তরের এমন স্তরকে বুঝাইবে যাহা পানি ধারন ও পরিবহণ করিতে পারে এবং যেখান হইতে পানি কাজে লাগানো যায় অথবা পানি উত্তোলন করা যায় (খ) "নদ-নদীর অববাহিকা (Catchment)" বলিতে নদ-নদী, খাল ইত্যাদি দ্বারা যে অঞ্চল অথবা অঞ্চলসমূহের উপর বৃষ্টি, বরফ, তুষারপাতসহ ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের পানি নদীতে পতিত হয় সেই অঞ্চল ও অঞ্চলসমূহকে বুঝাবে (গ) "মোহনা (Estuary)" বলিতে বুঝাইবে আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে একটি জলস্রোত যাহা স্থায়ীভাবে অথবা পর্যায়ক্রমে সমুদ্রমুখী এবং যাহার মধ্য দিয়া ভূমি হইতে স্বচ্ছ পানি সমুদ্রের পানিতে মিশ্রিত হয় এবং যাহা পরিমাপযোগ্য (ঘ) "ভূ-পরিস্থ পানি" বলিতে জলাশয়/জলাধার, পুকুর, হ্রদ, জলস্রোত, বিল, ঝিল এবং নদীসহ ভূমির উপরিভাগের পানিকে বুঝাইবে ৪) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-১২ এর উপধারা (৩) নিম্নোক্তভাবে সংযোজন করা হলোঃ- ১২(৩) কৃষি উৎপাদনে সেচ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সহিত আলোচনা করিবে ৫) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-১৫ এর উপধারা (২) অগ্রাধিকার

		তালিকা নিম্নোক্তভাবে পুণর্বিন্যাস করা হলোঃ- ১৫(২) সাধারনভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত ব্যবহারের জন্য পানি বন্টন করা যাইবে- (ক) গৃহস্থালি কাজ (খ) পানীয় জল সরবরাহ (গ) কৃষি কাজ (ঘ) মৎস্য চাষ (ঙ) পরিবেশ (চ) বন্যপ্রাণী (ছ) নৌ-চলাচল (জ) নদ-নদীতে পানি প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখা (ঝ) শিল্প (ঞ) লবনাক্ততা নিয়ন্ত্রণ (ট) শক্তি উৎপাদন (ঠ) বিনোদন (ড)অন্যান্য ৬) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-১৬ এর উপধারা (১) এর জলাধার/জলাশয়ের পানি ব্যবহারের শব্দগুলোর পর "সীমিত" শব্দগুলো সংযোজিত করা হলো ৭) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-১৮ তে উল্লেখিত "অগভীর" শব্দটি বাদ দেয়া হলো ৮) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-২০ এ "সেচসহ সকল প্রকার কৃষিকাজ" শব্দগুলো সংযোজন করা হলো ৯) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-২২ এ উল্লিখিত "পরিবেশ সংরক্ষন আইন" এর পরিবর্তে "পরিবেশ সংরক্ষন (সংশোধন) আইন, ২০১০" প্রতিস্থাপিত করা হলো ১০) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-২৫ এর উপধারা (১) ও (২) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হলোঃ- ২৫. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এইরূপ যে কোন উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন- সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীর তীর সংরক্ষণ, ড্রেজিং, নদীর তলদেশ হইতে গ্যাস উত্তোলন, রাস্তা, সেতু, বাঁধ অথবা যে কোন ধরনের হাইড্রলিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ গ্রহণের ক্ষেত্রে ইহাদের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস অথবা বিকল্প কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মতামতের আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করিবে ১১) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-২৬(১) এর শুরুতে "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত" শব্দগুলো সংযোজন করা হলো ১২) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-২৬(৩) এ "পরিবেশ সংরক্ষন আইন" এর পরিবর্তে "পরিবেশ সংরক্ষন (সংশোধন) আইন, ২০১০" প্রতিস্থাপন করা হলো ১৩) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-২৯ এর উপধারা (২) এর (ঘ) তে "বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে" শব্দগুলো সংযোজিত এবং শেষ লাইন"এবং কর্তৃপক্ষের এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে কোন আদালতে প্রতিকার চাওয়া যাবে না"শব্দগুলি বাদ দেয়া হলো ১৪) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-৪০ এর উপধারা (৩) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলোঃ- ৪০(৩) এ আইনের যেকোনো বিধান লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট আদালত উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারবে অনুচ্ছেদ ৪ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ সংশোধনপূর্বক মন্ত্রীসভায় নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো
১৫	১০-০৯-২০১৪	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ আলোচ্যসূচি-১: জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন সিদ্ধান্ত: কোন সংশোধনী না থাকায় ১৪তম কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো আলোচ্যসূচি-২: জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১৪তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

		সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হওয়ায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাকে ধন্যবাদ জানানো হয় ১) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। সে ক্ষেত্রে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার বিভাগীয় পর্যায়ে জনবল ও অবকাঠামো বিবেচনায় আনতে হবে এবং পানি আইন বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফোকাল পয়েন্ট এর দায়িত্ব পালন করবে ২) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে ৩) সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা হতে ওয়ারপোকে বিনামূল্যে তথ্য-উপাত্ত প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় ৪) ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত প্রাথমিক রিপোর্ট আগামী সভায় ওয়ারপো উপস্থাপন করবে ৫) বাপাউবো ও বিআইডব্লিউটিএ নদ-নদী দখল বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত আগামী দু'মাসে ওয়ারপোকে সরবরাহ করবে ৬) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে বিধি-বিধানের প্রাথমিক খসড়া আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে প্রণয়ন করতে হবে ৭) ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের চাহিদা পূরণে শিল্পকারখানা ও আবাসন প্রকল্প ভূ-গর্ভস্থ পাই ব্যবহারের ক্ষেত্রে পানি আইনের বিধি-বিধান অনুসরণ করছে কিনা, এ বিষয়ে ওয়ারপো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ৮) নদ-নদী দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন (Land Recovery Act) সংশোধনপূর্বক নদীর অংশ নিরাপদ করতে BS এর পরিবর্তে RS ও CS রেকর্ড ব্যবহার করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ৯) দেশের নদ-নদী ও জলাভূমি দখলমুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা পানি আইনের আলোকে দৈনিক পত্রিকায় প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে ১০) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দিক-নির্দেশনা গ্রহনের লক্ষ্যে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সভা আহবান করতে হবে